সংবাদ

তারিখ 17 JAN 2016
পৃঃ ১ কলাম ৫

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

দলীয় প্রতিপক্ষের হাতে ৩ ছাত্রলীগ কর্মী প্রহৃত

সড়ক অবরোধ

প্রতিনিধি, রাজশাহী

অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জেরে দলীয় কর্মীদের হাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা তিন কর্মী প্রহৃত হয়েছেন। গতকাল বিকেল পৌনে ৩টায় ক্যাম্পাসের শেরেবাংলা ফজলুল হক হলের সামনের এই ঘটনায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। প্রহৃত ছাত্রলীগ কর্মী অনিক মাহমুদ অনিককে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অপর প্রহৃত এসএম সাজ্জাদ হোসাইনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। অনিক বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন মির্জাপুরের আবদুল আজিজের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল দুপুরে শেরেবাংলা ফজলুল হক হলের সামনে ছাত্রলীগ কর্মী সাজ্জাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতির অনুসারী সহ-সভাপতি আতিকুর রহমান, মেহেদি হাসান (বহিষ্কৃত), যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক (বহিষ্কৃত) মাহবুবুর

ছাত্রলীগ : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৬

ছাত্রলীগ : প্রতিপক্ষের

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

রহমান পলাশের ছাত্রলীগ :কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে তারা সাজ্জাদকে মারধর শুরু করে। এ সময় বাধা দিতে গিয়ে সাজ্জাদের সঙ্গী ছাত্রলীগ কর্মী সাকিব ওরফে বাকিও প্রহৃত হন। মারপিটের পর সাজ্জাদ ও বাকি চলে গেলে তাদের সমর্থক ছাত্রলীগ কর্মী অনিককে মারধর করা হয়। আত্মরক্ষার্থে অনিক দৌড়ে প্রধান ফটকের সামনে গেলে সেখানেই ধাওয়া করে তাকে বেধড়ক মারপিট করা হয়। পরে অনিককে প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রে পরে রামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিকে মারপিটের পর ছাত্রলীগ নেতা সাকিবুল হাসানের সমর্থকদের মাদার বখশ হলের ছাদে লোহার রড, পাইপ, রামদা, ছুরি নিয়ে অবস্থান নিতে দেখা যায়। সভাপতির সমর্থকরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের সামনে অবস্থান নেয়। এ সময় অন্যান্য হল থেকে আরও ১০-১৫ জন নেতাকর্মী লোহার রড ও পাইপ নিয়ে সভাপতি পক্ষের নেতাকর্মীদের সঙ্গে যোগ দেয়। এতে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

এদিকে অনিকের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনোদপুর বাজার থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে স্থানীয় ছাত্রলীগ-যুবলীগের কর্মীরা। মিছিল নিয়ে তারা প্রধান ফটক দিয়ে ক্যাম্পাসের ভেতর ঢোকার চেষ্টা করে। এ সময় দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা ফটক বন্ধ করে দেয়। পরে বিক্ষোভকারীরা বিনোদপুর বাজারে গিয়ে প্রায় ১৫ মিনিট ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতির বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। মতিহার থানা পুলিশ এসে তাদের কথা বলার পর বিক্ষোভকারীরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।

সাকিবুলের অভিযোগ, 'মহানগর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হাসান রেজা ফ্যামেলি নিয়ে শনিবার ক্যাম্পাসে এসেছিলেন বেড়াতে। এ সময় সভাপতির অনুসারী কয়েক জুনিয়র কর্মী তাকে ডিস্টার্ব করছিল। ঘটনা শুনে আমি সেখানে গিয়ে প্রতিবাদ করলে তারা আমাদের মারধর করে।'

ছাত্রলীগ সভাপতি মিজানুর রহমান রানা বলেন, ভুল বোঝাবুঝির থেকে এমটা হয়েছে। কেউ ছাত্রলীগের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল সৃষ্টির পায়তারা করছে। ছাত্রলীগের জ্যেষ্ঠ নেতারা বসে বিষয়টি মিমাংসা করা হবে। নগরীর মতিহার থানার ওসি (তদন্ত) অশোক চৌহান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়াতে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।